এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। তিরিশ ।।

দেওয়ান - বড় খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে আমাদের সময় বুঝলে? লন্ডনের বোমা হামলায় গোটা পৃথিবীর মানুষ এখন শংকিত হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা অস্থিরতা।

এমন অস্থিরতা আমাদের বাঙালীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কি আমেরিকায় কি লন্ডনে, কি এখানে। তাই না অর্পন?

হবে না? বাপ দাদার দেয়া নাম। সামনে মোহাম্মদ, পেছনে আহম্মদ, নয় খান নয়তো ওমর। এই নামই এখন ইউরোপ আমেরিকাতে সর্বনাশ ডেকে আনছে। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হবার কারনে বাংলাদেশকেও এখন সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করেছে। এইতো সেভেন সেভেনের বোমা হামলার পরপরই কাগজে পড়লাম - আমেরিকা স্থলভাগে সীমান্ত অতিক্রমে যে পঁয়ত্রিশটি দেশের মানুষের নাম সন্দেহজনক উল্লেখ করেছে তাতে বাংলাদেশেরও নাম রয়েছে। থাইল্যান্ড এবং কোরিয়া ছাড়া বাকী সবগুলোই মুসলিম দেশ। অথচ মুসলমানরা গোটা বিশ্বজুড়েই সন্ত্রাসের নিন্দা করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে কোন ধর্মই সমর্থন করে না। অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা পৃথিবী এখন সতর্কাবস্থার মধ্যে রয়েছে। তথাপি ঘর থেকে না বেরিয়ে কি উপায় আছে? ঘরে বাইরে সবখানেই শংকা।

আসলে আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না দেওয়ান ভাই। এরই মধ্যে স্থানীয় মিডিয়াগুলোতে চোখ কান রাখলেই দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি-ব্যক্তিতে, দল-দলে, দলের মধ্যে দলে, পরিবার-পরিবারে নানান সব উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। বলছিলাম কি - আমাদের কারোর জন্যেই সময়টা এখন ভালো নয়। তাই প্রবাসে আমাদের সবার স্বার্থে সবার একসাথে থাকাটা বড় বেশী প্রয়োজন। এই মুহূর্তে। আমরাতো প্রায় সবাই আপাততঃ প্রবাসটাকে দ্বিতীয় দেশ মেনে নিয়েছি। তাই প্রবাসে নানান সব বিধিনিষেধের মধ্যে যেন সবাই মান-সম্মান নিয়ে থাকতে পারি, শারিরীক মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি - সামনের অশনি সংকেতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারি - সেটাই ভাববার বিষয়।

হ্যাঁ হিমাদ্রী - তুমি ঠিকই বলেছো - সময়টা আমাদের জন্য ভালো যাচ্ছে না। দেশেও সেই এক অবস্থা। কিছুদিন আগে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে সাকা চৌধুরী কেমন একটা হাউখাউ লাগিয়ে দিলো না? বলে কিনা কোথাকার কোন রবীন্দ্রনাথের গান আমরা কেন গাইবো। দরকার হলে আমরাই রবীন্দ্র সঙ্গীত লিখে জাতীয় সঙ্গীত বানাবো। এমনই ভাব সাকা-র। তার গাড়ীতে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তে রঞ্জিত যে পতাকা সেটা নাকি

একটা পর্দা! যে বেহায়ার নিজের চোখের পর্দা নেই সেই-ই তো পতাকাকে পর্দা ঠাওর করবে। অবাক হবারতো কিছু নেই।
বিদিশা-এরশাদ হট এপিসোডের মত আরেকটি হট এপিসোড গেলো সন্ত্রাসী ছগির হত্যা।
কোন ছগিরের কথা বলছো দেওয়ান?
আরে ওই যে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছগির - ডজনের উপর খুনের আসামী। এই ছগির খুনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ইঙ্গিত দিয়েছিলো পত্রপত্রিকা বিশেষ করে জনকণ্ঠ, প্রথম আলো যুগান্তর। তারা বলেছে যে একজন ক্ষমতাসীন এমপি-র ভাই এ খুনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ব্যাস, এমপি সাহেব এখন মামলা ঠুকে দিয়েছেন পত্রিকা গুলোর সম্পাদকদের বিরুদ্ধে। ওদের এতো বড় সাহস? একজন এমপি-র ভাই বেরাদর বলে কথা। ওদের নিয়ে এতো বড় ষড়যন্ত্র? কিন্তু আমজনতার হাত যে উঁচিয়ে আছে ওই ভাই বেরাদরের দিকে। আমজনতাই তো অনেক কিছুর সাক্ষী। এদিকে ক্ষমতাসীন সব মন্ত্রীর কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিলো সন্ত্রাসী ছগিরের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বিএনপির প্রধান কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকায় মোড়া রক্ষিত ছগিরের কফিনে ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর একে একে মন্ত্রীরা। সেদিন রাতেই টিভিতে দেখানো হচ্ছিলো ছগিরের কফিনে প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক দেয়ার দৃশ্য। মায়ের কোলে বসে সে দৃশ্য দেখছিলো মরহুম পুলিশ সার্জেন্ট ফরহাদের ছেলে - যে ফরহাদকে খুন করেছিলো ওই সন্ত্রাসী ছগির। সার্জেন্ট ফরহাদের ছেলে মাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে - মা এটা কি করে হয়? ছগির সন্ত্রাসীকে ধরতে গিয়ে ওরই গুলিতে আমার আব্বু মারা গেলো আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর লোকজন নিয়ে সেই সন্ত্রাসীর কফিনে ফুল দিলেন? মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন - বাবা আমাদের সময়টা খুব খারাপ।
আরে তোমরা তো সব পুরোন খবর নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করছো দেওয়ান। লেটেষ্টটা নিয়ে কিছু বলো?
তুমি কি জিন্টু - -----
আজ্ঞে হ্যাঁ - ওই ব্যাপারটাতেই তোমাদের সকলের মনযোগ আকর্ষণ করছি।
কোনটা? কোনটা বলেন তো দেখি অর্পন ভাই?
না ভাই খালি মুখে আর ভ্যারভ্যার করতে পারছি না। এই হিমাদ্রী ওঠো না - চা - ফা কিছু একটা দাও?
ঠিক বলেছো অর্পন। আমার বউটা দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু ওকে বলে দেয়া লাগে। নিজে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।
সেটাই যদি বুঝতে পারতাম তাহলে কি ছাগলের মত তোমার গলায় ঝুলে পড়তাম?
দেখো অর্পন দেখো। আমি কই কি আর - ---
ঠিকই তো দেওয়ান ভাই। ও বলবে না কেন? আপনি তো উঠে গিয়ে চা টা বানাতে পারতেন? কি পারতেন না? লিপটন আর ডিলমা কোম্পানী কি বলে দিয়েছে যে চা কেবল মেয়েরাই বানাবে আর ছেলেরা শুধু চুমুক দেবে?
দেখলে অর্পন? ওরা অমনি জোট বেঁধে ফেললো।

দেশে আছে জোট সরকার, আবার বিরোধীদলরা মিলে সবে চোদ্দ দলীয় জোট করেছে। আমরাও না হয় জোট বাঁধলাম।
বাঁধো জোট কোন অসুবিধা নেই তবে জোট থেকেই জট বাঁধে যেটা ছাড়ানো খুব কষ্ট মনে থাকে যেন! আসলে হিমাদ্রীর হাতের চা টা খুব ভালো হয় তো ---
ব্যাস - আর লাগবে না। আমি এমনিতেই গোলগাল। বেশী হাওয়া হজম করতে পারবো না। আমি চা বানাচ্ছি তুমি বরং সরষের তেল দিয়ে মুড়িটা মেখে ফেলো।
তথাস্তু।

এই নেন অর্পন ভাই আপনার চা। এবার বলেন জিন্টু কাহিনী।
হ্যাঁ শোন খুবই ইন্টারেষ্টিং। জিন্টুর আসল নাম মহিউদ্দিন আহমেদ। গত বাইশ তেইশ বছর ধরে সুইডেনে বসবাস করছে এবং বর্তমানে সুইডেনের বিএনপি সভাপতি। উনিশশো বিরাশিতে জোড়া খুনের মামলায় জিন্টুর ফাঁসির আদেশ হয়। তখন এরশাদের সামরিক শাসনের কাল। তবে মামলার রায় হবার অনেক আগেই জিন্টু দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ওদিকে নব্বইয়ের পর বিএনপির ক্ষমতার সময়ে প্রভাবশালী দলীয় ক্যাডার হবার কারনে ধীর ও স্থির ভঙ্গিতে জিন্টুকে বাঁচানোর নানান সব প্রচেষ্টা চলছিলো। ব্যাপারটা তো অত সহজ নয় কারণ ফাঁসির হুকুম একমাত্র মওকুফ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। ফলে কত ঘাট ম্যনেজ করে তবেই না রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পোঁছানো। এরই ফাঁকে বিএনপির শাসন শেষ। ক্ষমতায় এলো আওয়ামী লীগ। জিন্টুর ফাইল গায়েব হয়ে গেলো। আওয়ামী লীগের পর আবার বিএনপি ক্ষমতায় এলো আর অমনি জিন্টুর ফাইল আলোর মুখ দেখতে শুরু করলো। পরিশেষে গত ৩১শে ডিসেম্বরে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী জিন্টু ঢাকায় এসে কোর্টে আত্মসমর্পন করলো। মাত্র দশদিন তাকে জেলে থাকতে হলো। এগারো দিনের দিন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জিন্টুর মৃত্যুদন্ড মওকুফ হয়ে গেলো। জিন্টু মুক্ত মানুষ হিসেবে বীরের বেশে সুইডেন ফিরে গেলো।
মনে হচ্ছে রাজার দেশের রাজকুমারের দিগ্বিজয়ের গল্প।
হ্যাঁ হিমাদ্রী। শোন না - হীরক রাজার দেশেও এমন মজার কাহিনী পাবে না। এতোদিন পর ধামা চাপা দেয়া ব্যাপারটি চ্যালেঞ্জ করেছে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবি সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহিম। তিনি এতোদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে বলেছেন আইনমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে এবং কারসাজিতে জিন্টুর ফাঁসী মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। বাজারে যে কথাটা চাউর হয়েছে তা হোল জিন্টু বিশ কোটি টাকা চুক্তি করে এ মুক্তি আদায় করেছেন। মওদুদ আহমেদ বললেন - তিনি জিন্টুকে চেনেন না । কোনদিনই দেখেননি। ওদিকে সুইডেন থেকে ছবি চলে এসেছে মওদুদ আহমেদ সুইডেনে সম্বর্ধনা নিচ্ছেন পাশে জিন্টু। প্রধানমন্ত্রীর পাশে জিন্টুর ছবিও পেপারে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীও বিব্রত। এখন মওদুদ বলছেন - সামরিক আইনে যাদের এমন বিচার হয়েছে তারা তাদের শাস্তি পুনঃ বিবেচনার জন্য সিভিল কোর্টে আবেদন করার সুযোগ পাবে।
চমৎকার। এই না হলে নেতা! পলিটিশিয়ান?
হায় আল্লাহ তা হলে "ভাবমূর্তির" কি হবে?

ভাবের জায়গায় "ভাব" আর মূর্তির জায়গায় "মূর্তি" আছে বর্ণা। এই ভাব কখনো টাকায় টাকায় কখনো গলায় গলায় কখনো নেতায় নেতায় (দিনের বেলায় বিরোধ রাতের বেলায় ভাব)।
আর মূর্তি?
এ মূর্তি হোল মূর্তি - যার কিছুই করার নেই। সেটা ব্যক্তি হতে পারে, দল হতে পারে আইন হতে পারে আবার অপদার্থ বিবেকও হতে পারে।
তাহলে জিন্টুর ক্ষেত্রে ভাবমূর্তিটা কি হবে?
উত্তরটা গত বৈশাখী মেলায় পরিবেশিত নাটক "ময়না মতি-র দেশে" অভিনেতা শাহীন শাহনেওয়াজের অভিনয়ের একটা সংলাপ থেকে নিয়ে দিচ্ছি - "সব কথা কি বুজোয়ে কতি হয়? নিজে নিজে বুইজে নিতি হয়।"

এই দাঁড়াও। আমি ভাবছি অন্য কথা।
কি ভাবছো অর্পন?
একটা গল্পের কথা ভাবছি। গল্পটা তোমাদের এর আগেও কখন যেন বলেছি।
আচ্ছা ঠিক আছে আবার বলো। আমাদের হয়তো মনেও নেই।
গল্পটা হোল - এক গ্রামে থুত্থুরে দুই বুড়োবুড়ির বাস। এ কূলে ওদের আর কেউ নেই। দুজনেরই প্রাণ যায় যখন-তখন। তো একদিন বুড়ো হঠাৎ করেই মরে গেলো। হায়রে বুড়ির সে কি কাঁদন। একেবারে পাগলীনি। প্রলাপ সহযোগে বিলাপ। সবাই বুড়িকে শান্তনা দেয়। বোঝায়। তবুও বুড়ির কাঁদন আর থামে না। লোকে বলে বুড়ি মা - বুড়োর জন্য এতো কাঁদাকাটি কেন? তোমারও তো বয়েস হয়েছে। তুমিও তো একদিন বুড়োর মত হুট করেই চলে যাবা। যার যখন সময় হবে সে তখন বিনা নোটিশেই চলে যাবে। অনেক্ষন চুপ করে থাকার পর এবার বুড়ি মুখ খুললো। বললো - ওরে বাপু আমি কি বুড়োর জন্যি কাঁদতিছি - আজরাইল যে বাড়ি চিনে ফেললো আমিতো সেজন্যি কাঁদতিছি। ----- বুঝলে হিমাদ্রী জিন্টুর ফাঁসির হুকুম মওকুফ করে ওরাতো পথ চিনে ফেললো এবার সেই পথেই না জানি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসি মওকুফ করে দেয়! সব সম্ভবের দেশতো তাই ---
এটা আগষ্ট মাস। সামনেই পনেরোই আগষ্ট। তোমার কথাটায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো অর্পন। জিন্টুর কেসটা এসিড টেষ্ট নয়তো? দেখছে পাবলিক কতটুকু কি করে? যদি ম্যানেজ হয়ে যায় তাহলে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ক্ষেত্রেও এমন একটা নাটক দাঁড় করানো হবে কিনা কে জানে?
শোনো দেওয়ান - বিশ আগষ্ট পুলিশ সিটিজেন ক্লাবে চলে এসো। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত তেমনি এক নাটক দেখবে 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি"।
অবশ্যই যাবো।
এই আজকে উঠি। কাল সোমবার - সকাল থেকেইতো আমাদের বরাবরের নাটক "বেগম থেকে বাঁদী"। "সাহেব থেকে আব্দুল"।

(চলবে)